আল্লাহর (দ্বীনকে) রক্ষা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন

احفظ الله يحفظك

التحميد
AT TAHMID

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর (দ্বীনকে) রক্ষা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন

احفظ الله يحفظك

إقرأ

প্রকাশনায়ঃ
আত তাহমীদ প্রকাশনী

আল্লাহর (দ্বীনকে) রক্ষা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ : يَا غُلاَمُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰه لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর পশ্চাতে বসা ছিলাম। তিনি বললেন: হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখাচ্ছি-শোন! তুমি আল্লাহ (আল্লাহর বিধি-বিধান)-কে সংরক্ষণ কর, তাহলে তিনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আল্লাহর বিধি-বিধানের সুরক্ষায় সচেষ্ট হও, তাহলে তুমি তাকে তোমার কাছে পাবে। যদি তুমি কিছু প্রার্থনা কর, তাহলে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা কর। আর তুমি সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা কর এবং জেনে রেখো, কোন বিষয়ে তোমার উপকারার্থে যদি সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হয়, তবে তারা তোমার কোন-রূপ উপকার করতে সক্ষম হবে না। কেবল তাই হবে, যা আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এবং যদি তারা সবাই কোন বিষয়ে তোমার অপকারকল্পে সমবেত হয়, তাহলেও তারা তোমার অপকার করতে পারবে না। তবে তা অবশ্যই ঘটবে, যা আল্লাহ তোমার বিপক্ষে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, শুকিয়ে গেছে লিপিকা (সুতরাং, কিছুই পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই)।[১]

[১] সুনানে তিরমিযি ২৫১৬, ইফাবা হাঃ ২৫১৮; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

হাদিস বর্ণনাকারী- হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মহান সাহাবি, উম্মাহর জ্ঞান তাপস ও তাফসির শাস্ত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ), তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের হাশেমী শাখার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের বছর পিতা-মাতার সাথে হিজরতের পুণ্যভূমি মদিনায় গমন করেন। দ্বীনের জ্ঞানের প্রশস্ততা ও গভীরতার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দু'আ করেন। ইমাম বুখারি (রহঃ) তার থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ একবার ইস্তেঞ্জায় প্রবেশ করেন। আমি তাঁর জন্য ওজুর পানি রেখে দিলাম। তিনি তা দেখে বললেন: কে রেখে দিল এটা? তাকে অবহিত করা হলে তিনি এ বলে দোয়া করেন যে

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ- وَفِي رِوَايَةٍ: اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ- وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করুন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! তাকে কুরআনুল কারীমের জ্ঞান দান করুন। অপর বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের (ইসলামের) জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং কুরআন ব্যাখ্যা করার মতো ব্যুৎপত্তি দান করুন।[২]

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের অন্যতম। তাফসীর শাস্ত্র ও দ্বীনের অন্যান্য শাখায় সূক্ষ্ম জ্ঞানের অবতারণায় তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৮ হিজরিতে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

শাব্দিক আলোচনাঃ-

* يَا غُلَامُ- غلام শব্দের অর্থ নিতান্ত বালক, ছোট ছেলে, ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে যৌবন অবধি যে কোন বয়সী ব্যক্তির জন্য তা সমানভাবে ব্যবহৃত।

* اِحْفَظِ اللّٰهَ : আল্লাহকে রক্ষা কর, অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক সুনির্ধারিত শারঈ সীমাসমূহ লঙ্ঘন না করা, এবং তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার যথাযথভাবে আদায়ে অব্যাহত ভাবে

[২] সহিহ বুখারি ৭৫, ১৪৩, ইফাবা হাঃ ৭৫, ১৪৫; সহিহ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৪৭৭), ৬২৬২, ইফাবা হাঃ ৬১৪৪; ইসে হাঃ ৬১৮৭।

প্রয়াসী ও সক্রিয় হওয়া। যাবতীয় আদেশ-নিষেধের কোন ব্যত্যয় বা অন্যথা যাতে না ঘটে, বরং যথাযথভাবে তা পালিত হয়- সে ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সচেষ্ট থাকা।

* يَحْفَظْكَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার হিফাজতকারী বান্দাদের শারীরিক, পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা শুধু নয়, বরং তার সকল স্বার্থ পূরণের সু-ব্যবস্থা করেন এবং তাদের দ্বীন ও ঈমান-আকিদা এমনভাবে সংরক্ষণ করেন যে, যে সমস্ত বিষয়ে সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারামের মিশ্রণ রয়েছে এরূপ বিভ্রান্তিকর সকল কিছু থেকে তাদের বিরত রাখেন। এমনিভাবে প্রবৃত্তির যে সমস্ত অবৈধ ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা রয়েছে তা থেকে তাদেরকে অনুগ্রহপূর্বক নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখেন। উপরন্তু, তারা আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় মৃত্যু-ক্ষণের মতো ভয়ংকর সময়ে সত্য-বিচ্যুতি ও বিপথগামিতা থেকে সুরক্ষা পায় এবং পর-জীবনে ভয়াবহ জাহান্নামের শাস্তি থেকে অনায়াসে বেঁচে যায়।

*تَجِدْهُ تُجَاهَكَ তাকে তোমার কাছে পাবে, এর গূঢ় অর্থ: সর্বাবস্থায় তুমি তাকে সহায় এবং যাবতীয় বিষয়ের তওফিকদাতা হিসেবে তোমার সামনে পাবে।

* إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ অর্থ: যদি কিছু প্রার্থনা কর, আল্লাহর কাছে কর। সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরই নিকট প্রার্থনা কর। আমরা প্রতিদিন সলাতে নিত্য যে প্রার্থনা করি, এ দু'আটি অবিকল তারই মত- দোয়াটি এই- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

বিধি-মালা ও উপকারিতা:

(১) নি:সন্দেহে বলা যায় উক্ত হাদিসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস: উম্মাহর জন্য তাতে একই সাথে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও দ্বীনের ক্ষেত্রে খুবই প্রণিধানযোগ্য মৌলিক সার্বিক নীতিমালা।

(২) হাদিসটি প্রমাণ করে, নাবী ﷺ উম্মাহর প্রতি ছিলেন সদা নিবেদিত; তার চিন্তার সবটুকু জুড়ে ছিল উম্মার সাফল্য-পরিণতি, তিনি সচেষ্ট ছিলেন তাদের মাঝে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সঞ্চারে, চারত্রিক গুণাবলির বিস্তার ও সত্য-সঠিক পথের অনুসরণের উদ্যম গড়ে তোলায়। তাই, নিতান্ত বালক ইবনে আব্বাস যখন একই উটের পিঠে তার পশ্চাতে আরোহণ করলেন, আমরা দেখতে পাই, তিনি তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন সংক্ষিপ্ত শব্দ অথচ

ব্যাপক অর্থময় কিছু বচন, যা তার ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে খুবই প্রভাব বিস্তার করবে।

(৩) পিতা, দায়ী, শিক্ষক, যে-ই মুরব্বি-অভিভাবক হন, সে তাঁর গুরু-দায়িত্ব আদায়ে উপযুক্ত সময়-সুযোগের সদব্যবহার করবে। অধিকন্তু, দিক-নির্দেশনামূলক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শ্রোতামণ্ডলীর দৃষ্টি তথা মনোযোগ আকর্ষণের যে বিবিধ প্রারম্ভিক পদ্ধতি রয়েছে, তা অবশ্যই প্রয়োগ করবে। হাদিসটি এ ব্যাপারে আমাদের জন্য উত্তম দিক-নির্দেশক।

(৪) প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উপর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, যা তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে এই ঐহিক জীবনে। তা এই যে, সে আল্লাহর যাবতীয় আদেশ পালন করবে। বর্জন করবে নিষিদ্ধ সমস্ত বিষয়। তাঁর নির্ধারিত শরয়ি সীমাসমূহ রক্ষা করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত পন্থাকে আমৃত্যু অনুসরণ করে চলবে।

(৫) ইসলামি শরিয়ায় কিছু সুনির্দিষ্ট কর্ম রয়েছে যেগুলোর প্রতি যত্নবান হতে আল্লাহ কখনো নির্দেশ প্রদান করেছেন, কখনো দিয়েছেন উৎসাহ, সঞ্চার করেছেন উদ্দীপনা। যথা :

- সলাত সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থঃ সমস্ত সলাতের প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়াও।[৩]

- পাক-পবিত্রতা ও ওজু। এ বিষয়ে সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْهُ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

অর্থঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা দ্বীনের উপর অবিচল থাক, এবং তা গণনা কর না। (আমল যতই অব্যাহত থাকুক, এবং সংখ্যায় বিপুল হোক, তা গণনার

[৩] সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৩৮।

আশ্রয় নিও না) আর জেনে রেখো ! তোমাদের আমল সমূহের মাঝে সর্বোত্তম আমল হলো সলাত। মুমিন মাত্রই ওজুর প্রতি যত্নবান।[৪]

- শপথ: যথা আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ 'তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর' অর্থাৎ, শপথ ভঙ্গ করো না।
- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাজত। যথা: জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গের হিফাজত।

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি তার দু চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর জামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার।[৫]

(৬) হাদিসটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যত্নশীল হবে, পালন করবে তার বিধি-বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আল্লাহ তা'আলা তার পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের রক্ষা করবেন; দৈহিক, পারিবারিক ও বিষয়-সম্পত্তি সর্বক্ষেত্রে তার রক্ষাণাবেক্ষণ বিস্তৃত থাকবে। এমননিভাবে, যে তার শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের দুর্দান্ত সময়গুলোতে আল্লাহর দ্বীন ও হুকুম-আহকামের প্রতি যত্ন নিবে, বার্ধক্যের বিষণ্ন-ভঙ্গুর দিনগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তার পাশে থাকবেন, সতেজ রাখবেন তাকে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে। এমনিভাবে, তাকে রক্ষা করবেন দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর সংশয় থেকে। যা বান্দাকে সঠিক-শুদ্ধ পথ থেকে হটিয়ে নিপতিত করে বিভ্রান্ত পথের ঘোর অমানিশায়। শয়তান নিষিদ্ধ প্রবৃত্তির যে সৌন্দর্য বিস্তার ঘটায়, প্রতিমুহূর্তে তৎপর থাকে বান্দাকে তাতে আপতিত করতে- সে ব্যাপারেও আল্লাহ হবেন তার উত্তম রক্ষাকারী।

(৭) দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার হিফাজতের অন্যতম ফলশ্রুতি এই যে, মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে মৃত্যুকালে সত্য-ভ্রষ্টতার ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে সুরক্ষা করেন। ফলে তার মৃত্যু-ক্ষণে এই শাশ্বত মহা-সত্যের সাক্ষ্য দানের পরম ও চরম সৌভাগ্য নসিব হয় যে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রসূল।

---

[৪] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৩, ইফাবা হাঃ ২৭৭।

[৫] সহিহ বুখারি ৬৪৭৪, ইফাবা হাঃ ৬০৩০।

এ মহান সৌভাগ্য যে অর্জন করে, তার সর্বশেষ আবাস ও পরিণতি জান্নাত। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ যে কোন বান্দা এই কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নেই, অত:পর এই প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর মৃত্যুবরণ করবে, নি:সন্দেহে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬]

অনুরূপভাবে, দ্বীনের হিফাজতকারী বান্দা কবর, হাশরসহ পর জীবনের সর্বত্র ভয়ানক মুহূর্তে মহান আল্লাহর হিফাজতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করবে। অতএব, আল্লাহর দ্বীনের হিফাজতকারী হও, তবে তিনি তোমার হিফাজত করবেন। তুমি তার দ্বীন ও বিধানের যথাযোগ্য সংরক্ষণ কর, তাহলে তাঁকে কঠিন মুহূর্তে সামনে পাবে সহায় হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ - هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ

অর্থঃ জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহভীরুদের অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।[৭]

(৮) আল্লাহর হিফাজতের আরেক সুফল হলো: দুনিয়া-আখেরাতের সব ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:-

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাকে (ঈমানকে) শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই নিরাপত্তা এবং তাঁরাই হিদায়াত প্রাপ্ত।[৮]

আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারুন (আঃ) কে লক্ষ করে বলেছেন:

---

[৬] সহিহ বুখারি ৫৮২৭, ইফাবা হাঃ ৫২৯৭।

[৭] সূরা ক্বাফ ৫০ ঃ ৩১ - ৩২।

[৮] সূরা আনআম ৬ ঃ ৮২।

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

অর্থঃ তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।[৯]

এমনিভাবে নাবী ﷺ আবু বকর (রাঃ) কে বললেন: যখন উভয়ে মদিনা অভিমুখে হিজরতকালে সাওর গুহায় অবস্থান করছিলেন:

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)

অর্থঃ এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ? তুমি ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[১০]

(৯) পার্থিব জীবনে মানুষ সর্বদা একই অবস্থায় যাপন করে না; নানা পরিস্থিতি ও অবস্থায় তার আবর্তন ঘটে প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণে। কখনো সে সুখী, কখনো দু:খী; কখনো আর্থিক প্রাচুর্য ঘিরে থাকে তাকে, সীমাহীন ভোগ-বিলাসের সামর্থ্য যেন লুটিয়ে পড়ে তার পদতলে। কখনো সে আক্রান্ত হয় দারিদ্র্যের বিপুল যন্ত্রণায়, বিদ্ধ হয় নানাবিধ সংকটের তীরে। কখনো সতেজ সু-স্বাস্থ্যবান, কখনো দুর্বল-রুগ্ন। দীর্ঘ একটা সময় যৌবনের দৃপ্ততায় কাটানোর পর সে ম্রিয়মান হয় বার্ধক্যের কষাঘাতে। তুমি তোমার প্রাচুর্যে, সুস্বাস্থ্যে, যৌবনের দুর্দান্ত শক্তিময়তায় আল্লাহর সাথে থাক, দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও বার্ধক্যের দৌর্বল্যে তিনি তোমার পাশে থাকবেন।

(১০) আল্লাহ তা'আলার হিফাজত লাভের কতিপয় উপকরণঃ

- বাধ্যতামূলক বিধি-নিষেধগুলোকে পরিপূর্ণ রূপে মেনে চলা। যথা: মাসজিদে এসে জামাতসহ সঠিক ওয়াক্তে সলাত আদায় করা।
- নফল বা ঐচ্ছিক ইবাদাত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে এগিয়ে আসা। যেমন: সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, বিতির, এবং শরিয়াত-সিদ্ধ মাসিক ও বার্ষিক সওম পালনে যত্নবান হওয়া।
- দ্বীন ও দুনিয়া সংশ্লিষ্ট সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দিন-রাত দু'আ করা।

---

[৯] সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ৪৬।

[১০] সহিহ বুখারি ৩৬৫৩, ৪৬৬৩, ইফাবা হাঃ ৩৩৮৮, ৪৩০৩; সহিহ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী, হাঃ ২৩৭১) ৬০৬৩, ইফাবা হাঃ ৫৯৫৩, ইসে হাঃ ৫৯৯৩।

- এরূপ নেককারগণের সংস্পর্শ বা সংশ্রব লাভ করা যারা তোমাকে তোমার মাওলা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। তোমাকে বন্দেগীময় জীবন যাপনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং তোমার দ্বীন-ইসলামের হিফাজতের গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করবে।
- এমন উপকারী জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিমগ্ন হওয়া যা তোমাকে রব, স্রষ্টা, সম্বন্ধে জ্ঞান দানের পাশাপাশি তার আদেশ-নিষেধাবলীর পরিচয় তুলে ধরবে।

(১০) উপরোক্ত হাদিসের অন্যতম শিক্ষা এই যে, দু'আ একটি প্রণিধানযোগ্য মৌলিক ইবাদাত। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে আহ্বান জানিয়েছেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থঃ এবং তোমার রব বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের (ডাকে) সাড়া দেব।[১১]

তিনি আরো বলেন:-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থঃ আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি প্রার্থীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।[১২]

আল্লাহর নিকট প্রার্থনার কতিপয় শুভ ফলাফল :

- স্বীয় লাঞ্ছনা, অবমাননা, ও চরম মুখাপেক্ষিতার বহি:প্রকাশ।
- উপকার সাধন ও অপকার অপসারণের মতো পরম চাওয়া-পাওয়া।
- এতে রয়েছে বিপুল প্রতিদান ও পুরস্কার। এর মাধ্যমে মার্জিত হয় পাপাচার ও অনাচার।
- নিরাপত্তা ও অনুকম্পাসহ আল্লাহ তার সাথেই আছেন- এরূপ একটি সঙ্গবোধ অন্তরের গভীরে জাগ্রত হয় এর মাধ্যমে।

---

[১১] সূরা গাফির ৪০ ঃ ৬০।

[১২] সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ৮৬।

- আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উদ্ধৃত আয়াতকে বাস্তবে রূপ দান করা হয়। তিনি বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

অর্থঃ শুধু তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট প্রার্থনা জানাই।'[১৩]

- আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার এটিও অন্যতম উত্তম পথ ও পন্থা। যেমন: নাবী করিম ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে না তার উপর তাঁর ক্রোধ নিপতিত হয়।

(১২) এ মহান হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টিও পরিস্ফুটিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে এমন বিষয়ে- যা তিনি ব্যতীত আর কেউ পারে না- সাহায্য, আশ্রয়সহ কিছুই চাওয়া যাবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেই হোক না কেন কারোরই জন্যে কোন প্রকার ইবাদাত করা যাবে না। এই ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতের পথ ব্যতীত ইবাদাতের গ্রহণযোগ্যতা ও দ্বীন-দুনিয়ার সফলতা বা মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন আদৌ সম্ভব নয়।

(১৩) অত্র অধ্যায়ে আলোচ্য হাদিস থেকে এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হয় যে, বান্দা এই জড় জগতে ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান যাই প্রাপ্ত হোক না কেন তা সবই তার পূর্ব লিখিত ও নিরূপিত ভাগ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সৃষ্টিকুলের সমগ্র সৃষ্টিই যদি একযোগে কোন বিষয়ে প্রভূত চেষ্টা তদবির চালিয়ে যায়, তবে পরিণাম তাই হয় যা পূর্বে লিখিত ও নির্ধারিত। বিন্দু বা অনু পরিমাণও তার বিপরীত ঘটে না এবং ঘটতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

অর্থঃ আপনি বলুন আমাদের কিছুই পৌঁছবে না কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন (তা পৌঁছবে)।'[১৪]

তিনি আরো বলেন :-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

---

[১৩] সূরা ফাতিহা ১ ঃ ৪।

[১৪] সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৫৮।

অর্থঃ পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না কিন্তু (যা আসে) তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।'[১৫]

(১৪) আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও নির্ধারিত ভাগ্য-লিপির প্রতি বিশ্বাস, এর শেকড় দৃঢ়ভাবে আত্মস্থ করাও ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। এর উদ্দেশ্য আদৌ এ নয় যে, কেউ আমাল ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে। কেননা, যিনি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ভাগ্যলিপির প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান করেছেন, তিনিই তো আবার সুফল বয়ে আনে এমন কর্মতৎপরতার প্রয়াস-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকারও আদেশ করেছেন। যেমন: ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার কিতাব সহিহ মুসলিমে বর্ণনা করেন-

إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

অর্থঃ তোমরা আমাল করে যাও। কারণ, প্রত্যেককে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে।[১৬]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

---

[১৫] সূরা আল হাদিদ ৫৭ ঃ ২২।

[১৬] সহিহ বুখারি ৬৬০৫, ইফাবা হাঃ ৬১৫২। সহিহ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৬৪৯) ৬৬২৬, ৬৬৩০, ইফাবা হাঃ ৬৪৯২, ৬৪৯৬, ইসে হাঃ ৬৫৪৭।